# 290143 - তাওহীদরে বাণীর শর্তগুলো জানা কি ফরয?

প্রশ্ন

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর শর্তগুলো জানা কি প্রত্যেক মুসলমিরে উপর ফরয? না জানলে কি ব্যক্তি কাফরে হয়ে যাবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

তাওহীদরে বাণী এর ধারককে আখরিাতে উপকৃত করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতবাসী হবে, জাহান্নাম থকেে মুক্তি পাবে; যদি সে এই বাণীর অর্থ জানে ও সে মোতাবকে আমল কর— এটি ইসলামী শরয়িার সুবদিতি ও স্থরীকৃত বষিয়।

শাইখ সুলাইমান বনি আব্দুল্লাহ্ বনি মুহাম্মদ বনি আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলনে:

“উবাদা বনি ছামতে (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দবিে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে; তাঁর কোন শরীক নইে এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; ঈসা আল্লাহ্র বান্দা, তাঁর রাসূল ও তাঁর বাণী; যা তনিি মারয়িামরে প্রতি নক্ষিপে করছেনে এবং তাঁর পক্ষ থকেে রূহ এবং জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য— আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবশে করাবনে; তার আমল যমেনই হোক না কনে।

হাদসিরে উক্তি: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দবিে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে” অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই বাণীর অর্থ জনেে ও এর দাবী মোতাবকে প্রকাশ্যে ও গোপনে কর্ম করার উদ্দশ্যে নয়িে এই বাণী উচ্চারণ করবে; যমেনটি নর্দিশে করছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (অতএব জনেে ননি, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে)। এবং তাঁর বাণী: إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (তবে যারা জনেে সত্য সাক্ষ্য দয়ে তাদরে কথা আলাদা)। তবে এর অর্থ না জনেে ও দাবী মোতাবকে আমল না করে এই বাণী মুখে উচ্চারণ করলে আলমেদরে ইজমার ভত্তিতিে এটি কোন উপকারে দবিে না।”[তাইসরিুল আযযিলি হামদি (পৃষ্ঠা-৫১)]

তবে প্রত্যকে মুসলমিরে উপর এই বাণীর অর্থ ও দাবী এজমালভিাবে (সামগ্রকভিাবে) জানা ফরয। এটাই যথষ্টে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে এমনটি জানা যায় না যে, তনিি প্রত্যকে নও মুসলমিরে জন্য এই শর্তগুলো কতিাবপুস্তকে যভোবে বস্তিারতিভাবে সইেভাবে ব্যাখ্যা করতনে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

“কোন সন্দেহ নাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেটার প্রতি সাধারণ ও এজমালভিাবে (সামগ্রকিভাবে) ঈমান আনা প্রত্যেক ব্যক্তরি উপর ফরয। এতওে কোন সন্দহে নাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা ফরযে কফিায়া। কনেনা তা আল্লাহ্ তার রাসূলকে যা দিয়ে প্ররেণ করছেনে সেটা পৌঁছিয়ে দয়োর মধ্যে পড়ে। কুরআন তাদাব্বুর (অনুধাবন), অনুধ্যান, বুঝা, কতিাব ও হকিমতরে জ্ঞান, যকিরি মুখস্তকরণ, কল্যাণরে দকিে আহ্বান, সৎকাজরে আদশে ও অসৎকাজরে নষিধে, হকেমত-ওয়ায-উত্তম পন্থায় তর্করে মাধ্যমে প্রভুর দকিে ডাকা ইত্যাদি যা আল্লাহ্ উম্মাহ্র উপরে ফরয করছেনে সেটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটি তাদরে উপর ফরযে কফিায়া।”[দারউ তাআরুযলি আকলি ওয়াল নাকল (১/৫১)]

এই শর্তগুলো মুখস্ত করা প্রত্যেক মুসলমিরে উপর ফরয নয় এবং এগুলো না-জানা তার ঈমানকে ত্রুটযিুক্ত করবে না। বরঞ্চ নর্দিশে হচ্ছে এই শর্তগুলো মোতাবকে আমল করা এবং ঈমানকে শুদ্ধ করা।

একজন মুসলমি তনিি সাধারণ মানুষ হলওে এই মোতাবকে আমল করনে; যখন থকেে তনিি স্বীয় অন্তররে উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে ভালোবাসাকে, তাঁদরে আনুগত্য করার ভালোবাসাকে, শরয়ি দলিলিগুলোর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনকে এবং যা কছিুর সংবাদ তার কাছে পৌঁছেছে সাধ্যানুযায়ী সগেুলোর উপর আমল করাকে আবশ্যক করে নয়িছেনে।

শাইখ হাফযে আল-হাকামী (রহঃ) বলনে:

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কবেল মৌখকিভাবে বলার দ্বারা ব্যক্তি উপকৃত হবে না; যতক্ষণ না এই সাতটি শর্ত পূর্ণ না করে। শর্তগুলো পূর্ণ করার অর্থ হলো: বান্দার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাওয়া এবং বান্দা এগুলোর উপর অটল থাকা; এগুলোর সাথে সাংঘর্ষকি কছিু ব্যতরিকে।

এর উদ্দশ্যে এটা নয় যে, গুণে গুণে এ শর্তগুলোর শব্দাবলী মুখস্ত করা। কত সাধারণ মানুষরে মাঝে এ শর্তগুলো পাওয়া যায় এবং এগুলো তনিি পূর্ণ করনে; কন্তিু তাকে যদি বলা হয়: শর্তগুলো বলনে তো; বলতে পারবনে না।

আবার এ শর্তগুলোর শব্দাবলী মুখস্তকারী কত হাফযে রয়ছেে; কন্তিু সে এ শর্তগুলোর মধ্যে তীররে মত ছুটাছুটি করে। আপনি দখেবনে যে, সে এমন অনকে কছিুতে লপি্ত হয় যা এই শর্তবলীর সাথে সাংঘর্ষকি। তাওফকি আল্লাহ্র হাতে এবং আল্লাহই্ সহায়।”[মাআ’রজিুল কাবুল (২/৪১৮) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলনে:

“সকল মুসলমিরে উপর ফরয হলো: এই কালমিা বাস্তবায়ন করা; এর শর্তগুলো রক্ষা করার মাধ্যমে। যখনই কোন মুসলমিরে মাঝে এই শর্তগুলোর মর্ম পাওয়া যাবে এবং এর উপর অবচিলতা পাওয়া যাবে তখনই সে মুসলমি; যার রক্ত ও সম্পদ হারাম; এমনকি সে যদি এই শর্তগুলো বস্তিারতিভাবে না জনেে থাকে তবুও। কনেনা উদ্দশ্যে হচ্ছে সত্যকে জানা এবং সে অনুযায়ী

আমল করা। যদওি কনো মুমনি শর্তগুলোর বস্তিারতি ববিরণ না জানে।”[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (৭/৫৮)]

তবে এই শর্তগুলো জানা ফরযে কফিায়া। মুসলমি উম্মাহর মধ্যে এমন কউে থাকা আবশ্যক যনিি এই শর্তগুলো জানবনে এবং মানুষকে শক্ষিা দবিনে। এটি আল্লাহ্ যে দ্বীন প্রচাররে দায়ত্বি দয়িে তাঁর রাসূলকে পাঠয়িছেনে সইে দ্বীন প্রচাররে অন্তর্ভুক্ত; যমেনটি শাইখুল ইসলামরে পূর্বোক্ত উক্ততিে এসছে।

শাইখুল ইসলাম আরও বলনে:

“পক্ষান্তর, মুসলমানদরে ব্যক্তি বশিষেরে উপর যা জানা ফরয সটো ব্যক্তরি সক্ষমতা, প্রয়োজন, জ্ঞান ও ব্যক্তি হসিবেে তার উপর যা জানা ফরয সটোর অনুপাতে ভন্নি ভন্নি হব। যে ব্যক্তি কোন ইলম অর্জন করতে অক্ষম বা কোন সূক্ষ্ম ইলম বুঝতে অক্ষম তার উপরে সটো ফরয নয়; যা সক্ষম ব্যক্তরি উপর ফরয। যে ব্যক্তি দললিগুলো শুনছেে ও বুঝছেে তার উপর তফসলি ইলমরে এমন কছিু অর্জন করা ফরয; যা যে ব্যক্তি দললিগুলো শুননেি তার উপরে ফরয নয়। মুফতি, মুহাদ্দসি ও তর্কবদিরে উপর এমন কছিু ফরয যা যারা এই শ্রণেীর নয় তাদরে উপর ফরয নয়।”[দারউ তাআরুদুল আকল ওয়াল নাকল (১/৫১) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।